ভোরের কাগজ

তারিখ ... FEB...1 0 1999 ... ...
পৃষ্ঠা 9 ... কলাম 2 .....

বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে

কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানার ৫নং শুভপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত আঠারবাক গ্রামে প্রায় দুই সহস্রাধিক লোক বসবাস করছে। অথচ উক্ত গ্রামে কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। গ্রামের উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিমে অর্থাৎ তিনদিকেই ডাকাতিয়া নদী দ্বারা বেষ্টিত বলে গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পার্শ্ববর্তী গ্রামের স্কুলে যেতে পারে না। ফলে গ্রামের ছেলেমেয়েরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত।

বিগত দুই বছর পূর্বে গ্রামের দুই/তিন জন লোক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ৩৪ ডিঃ জমি প্রদান করলে গ্রামের গরিব জনগণের চাঁদার সাহায্যে একটি টিনের ঘর তৈরিপূর্বক বিদ্যালয়ের কাজ শুরু করা হয়। বেসরকারি বিদ্যালয়টির অনুমতির জন্য আবেদন করা হলে বিভাগীয় শিক্ষা অফিস কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম থেকে জানানো হয় যে, বিগত কয়েক মাস পূর্বে ঢাকায় অনুষ্ঠিত শিক্ষা সংক্রান্ত এক উচ্চ পর্যায়ের সভায় মাননীয় শিক্ষা সচিব বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুনভাবে অনুমতি প্রদান আপাতত বন্ধ রাখার জন্য মৌখিকভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, তাই এই পর্যায়ে কোনো বেসরকারি প্রাঃ বিদ্যালয়ের অনুমতি প্রদান সম্ভব হবে না। তারা আরো জানান যে, অনুমতি প্রদানের পুনঃ নির্দেশ পাওয়া গেলে তা বিবেচনা করা যেতে পারে।

সরকার প্রত্যেক ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা দিয়েছেন। যেসব গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সেসব গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের অঙ্গীকার করেছেন এবং সর্বোপরি শিক্ষার জন্য সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ করেছেন অথচ মাননীয় সচিব যদি মৌখিকভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয় অনুমতি বন্ধ করার নির্দেশ দেন তা হলে সরকারের শিক্ষানীতি কিভাবে কার্যকর করা হবে এবং শিক্ষার প্রসার কিভাবে ঘটবে? সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন, যেহেতু আঠারবাক গ্রামে কোনো বিদ্যালয় নেই, তাই উক্ত বিদ্যালয়টির প্রাথমিক অনুমতি প্রদানের ব্যবস্থা করবেন নচেৎ গ্রামের দরিদ্র জনগণের পক্ষে তা আর চালানো সম্ভব হবে না এবং অচিরেই এটি বন্ধ হয়ে যাবে।

গ্রামের জনগণের পক্ষে-
নুরুল হক
গ্রাম-আঠারবাক
পোঃ- কাদের বাজার
কুমিল্লা।